গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

নং শাঃ ১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/৩৫৯(৬০৫)-শিক্ষা, তারিখঃ ১০/০৪/২০০১

প্রজ্ঞাপন।

বেসরকারী উদ্যোগে ব্যক্তিনামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিম্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের তহবিলে নগদ অর্থ জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। বিষয়টি বিবেচনাক্রমে সরকার এ বিষয়ে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেঃ-

প্রদেয় অর্থ প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তহবিলে জমা করতে হবে । উক্ত অর্থের তহবিলটি (১) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতি এবং (২) জেলা শিক্ষা অফিসার এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। এ অর্থ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে। তবে অর্থ উত্তোলনের পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মসূচী মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

পূরণীয় শর্ত	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম)	মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৯ম-১০ম) দাখিল মাদ্রাসা (১ম-১০ম)	মহাবিদ্যালয় (১১শ-১২) আলীম মাদ্রাসা (১১শ-১২)
ব্যক্তিনামে নামকরণ	৬,০০,০০০/ (ছয় লক্ষ টাকা)	১০,০০,০০০/ (দশ লক্ষ টাকা)	১৫,০০,০০০/ (পনর লক্ষ টাকা)

২। বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নীতিমালার অন্যান্য সকল শর্ত বলবৎ থাকবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১০/৪/২০০১

(মোঃ সাবের হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮৬১৩৬৪০-৪৯/৩৯৮৮

বিতরণঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন,ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/ চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট।
৩। চেয়ারম্যান, কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বকসীবাজার, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, এনসিটিবি ভবন, ৬৯ ৭০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)--।
৭। পরিচালক, পরিদর্শন ও নীরিক্ষা অধিদপ্তর, ৬৯ ৭০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। পরিচালক, ব্যানবেইস, ১নং এশিয়ান মহাসড়ক, পলাশী, নীলক্ষেত,ঢাকা।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)------------------------------------।
১০। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)---------------------------------------।

অপর পৃষ্ঠায় দেখুনঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১৪ (মাদ্রাসা)

নং শিম/শাঃ১৪/স্বীকৃতি (কমিটি)-১১/২০১০/৬১৮

তারিখঃ ১৫ পৌষ ১৪১৭ / ২৯ ডিসেম্বর ২০১০

পরিপত্র

বিষয় ঃ মাদ্রাসা স্থাপনের ক্ষেত্রে নিজস্ব ন্যূনতম অখন্ড জমির পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ।

দেশের মফস্বল এলাকায় কৃষি জমি রক্ষার্থে এবং পৌর ও মেট্রোপলিটন এলাকায় ভূমির উচ্চ মূল্য, দুষ্প্রাপ্যতার কারণে মাদ্রাসা স্থাপনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম অখন্ড জমির পরিমাণ হ্রাস করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে গঠিত "মাদ্রাসার পাঠদান, স্বীকৃতি, শাখা খোলাসহ ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা ২০০৬' সংশোধন সংক্রান্ত কমিটির ২১/১০/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিগত ২৩/০৪/৯৭ তারিখের শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৩১/৯৬/২৬০(৬০৬) সংখ্যক নির্দেশমালার পরিশিষ্ট-১ এর শুধুমাত্র ৪নং ক্রমিক সংশোধন করে জমির পরিমাণ নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হ'ল-

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	মাদ্রাসার শ্রেণী	বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ন্যূনতম জমির পরিমান	পুনঃ নির্ধারিত জমির পরিমান	মন্তব্য
১.	মেট্রোপলিটন এলাকা	দাখিল	০.২৫ একর	০.২৫ একর	
		আলিম	০.৫০ একর	০.৪০ একর	
২.	পৌর এলাকা	দাখিল	০.৫০ একর	০.৪৫ একর	
		আলিম	০.৭৫ একর	০.৬০ একর	
৩.	মফস্বল এলাকা	দাখিল	০.৭৫ একর	০.৬০ একর	
		আলিম	১.০০ একর	০.৮০ একর	

এ পরিপত্র জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
২৭/১২/২০১০
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বখশিবাজার, ঢাকা (এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।
৩। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (কারিগরি-২), শিক্ষামন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্ম-সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। অফিস নথি।

২৯/১২/২০১০
(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)
☎ ৭১৬৪৭৫০

বেসরকারী উদ্যোগে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং- শিম/শা:১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/২৩০(৬০৬)

তারিখ : ২৩-০৪-৯৭ইং / ১০-০১-১৪০৪বাং

বিষয় : **বেসরকারী উদ্যোগে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা।**

সরকার সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন এবং বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করিতেছেন। দেশের চাহিদার নিরিখে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রচলিত নীতিমালা অধিকতর স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন।

২। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে সরকার জাতীয় বাজেট সংস্থান সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কমসূচীভূক্তি ও অনুদান প্রদান করিয়া থাকেন। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, এতদসংক্রান্ত সরকারী নীতি ও নির্দেশাবলী সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতাগণ পূর্বাহ্নে সম্যক ধারণ না থাকায় সরকারের পক্ষে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাসময়ে স্বীকৃতি প্রদানসহ শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারী অংশের মঞ্জুরী ও উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্তির উদ্যোগ লইতে নানা জটিলতার সম্মুখিন হইতে হয়। ফলে উদ্যোক্তগণসহ কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। অপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হইয়া শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়।

৩। উপরোক্ত অবস্থা নিরসনকল্পে ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৩৩ নম্বর আইন) এর ৩১(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ণের জন্য প্রণীতব্য প্রবিধানমালা জারী সাপেক্ষে স্থানীয় উদ্যোক্ত, নিয়োজিত শিক্ষক, অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার্থে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, চালু ও স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালা :

(১) একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ কিংবা মাদ্রাসা) স্থাপন করিবার পূর্বে উদ্যোক্তগণকে প্রথমেই ৫০ টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পের উপর পরিশিষ্ট-১ এ (যে প্রতিষ্ঠানের জন্য যাহা প্রযোজ্য) বর্ণিত ন্যূনতম চাহিদা ও শর্ত পূরণ করিবার অংগীকার প্রদান করিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের নিকট, মাধ্যমিকসহ মহাবিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের নিকট আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ আবেদন করিতে হইবে। তারিখ উল্লেখ করিয়া আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি আবশ্যক হইবে।

(২) আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক কিংবা সংশ্লিষ্ট বোর্ড সর্বোচ্চ ৪(চার) মাস সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া সংশ্লিষ্ট আনুষংগিক কাগজ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাপূর্বক বিদ্যালয় চালু করিবার প্রাথমিক অনুমতি প্রদান অথবা প্রত্যাখান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তগণকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। নির্ধারিত চার মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাইতে ব্যর্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) এই প্রাথমিক অনুমতি ব্যতিরেকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা যাইবে না।

(৪) অনুমতি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রথম পর্যায়ে (তিন) বছর মেয়াদে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হইবে। এই প্রাথমিক অনুমতিকে কোনক্রমেই স্বীকৃতি বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। এই মেয়াদকালে কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণে থাকিয়া শিক্ষার প্রত্যাশিত মান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ করিতে হইবে :

(ক) স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একবার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পাবলিক পরীক্ষায় ছাত্র/ছাত্রীদেরকে অংশ গ্রহণ করাইতে হইবে।

(খ) এসএসসি অথবা এইচএসসি কিংবা আলীম বা দাখিল পর্যায়ে (যেখানে যাহা প্রযোজ্য) অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর ন্যূনতম ৭৫% কে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে এবং অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর ন্যূনতম ৫০% পাশ করিতে হইবে।

(গ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় কমপক্ষে ১০(দশ) জন শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহন করিতে হইবে এবং ৭০% উত্তীর্ণ ফলাফল অর্জন করিতে হইবে।

(৫) ৩ বছর মেয়াদী প্রাথমিক অনুমতির মেয়াদ শেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার, শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি ও বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (শিক্ষা সমাপনী চক্রের হার) প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় মেয়াদে ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে এবং একই প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের পরে সাফল্যজনকভাবে দ্বিতীয় পর্বের স্বীকৃতির মেয়াদ শেষে স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে। তবে শর্ত থাকিবে যে, স্বীকৃতি প্রদানের ফলে শুধুমাত্র স্বীকৃতি ব্যতিরেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়ন প্রকল্প ভূক্তি অথবা আর্থিক অনুদান অথবা বেতনের সরকারী অংশ প্রদানের দায়ভার সরকারের উপর বর্তাইবে না। ইহা ছাড়া শর্ত থাকিবে যে, অস্থায়ী স্বীকৃতি প্রদানের ৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে অবশ্যই পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পূরণীয় শর্ত পালন করিয়া নবম শ্রেণী খুলিবার অনুমতি চাহিতে পারিবে। একইভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দাখিল মাদ্রাসা ও আলীম মাদ্রাসা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য পূরণীয় শর্ত পালন করিয়া নূতন শ্রেণী খুলিবার অনুমতি চাহিতে পারিবে।

(৭) স্বীকৃতি পাওয়ার পর, অস্থায়ী স্বীকৃতির মেয়াদ অতিক্রমকালে অথবা স্থায়ী স্বীকৃতি প্রাপ্তির পরে যে কোন পর্যায়ে প্রযোজ্য শর্তের ব্যত্যয় ঘটিলে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি স্থগিত কিংবা স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৫। ইতোপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত কোন নির্দেশের সাথে এই পরিপত্রের অথবা পরিশিষ্ট-১ এর বক্তব্যের কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে, সেই ক্ষেত্রে এই পরিপত্রের /পরিশিষ্টের নির্দেশ বলবৎ হইবে এবং পূর্বের নির্দেশটি বাতিল হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৬। এখন হইতে বর্ণিত এই নীতিমালার আলোকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) সমূহের স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়া হইল।

স্বা:/-
(আবদুল্লা হারুন পাশা)
সচিব

সংযুক্ত : পরিশিষ্ট-১(৩) পাতা।

বিতরণ :

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/যশোর/রাজশাহী।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।
৭। আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অঞ্চল, ...(সকল)
৮। জেলা শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)

পরিশিষ্ট-১

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ন্যূনতম চাহিদা শর্তে/ পূরণ আবশ্যক হইবে।

ক্রঃ নং	পূরণীয় শর্ত	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম)	মাধ্যমিক (৯ম-১০ম) দাখিল মাদ্রাসা (১ম-১০ম)	মহাবিদ্যালয় (১১শ-১২শ) আলীম মাদ্রাসা (১ম-১২শ)	মন্তব্য
১।	প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব	১ কি.মি. (পৌর ও শিল্প এলাকা) ৩ কি.মি. (মফস্বল এলাকা)	১ কি.মি. (পৌর ও শিল্প এলাকা) ৪ কি.মি. (মফস্বল এলাকা)	২ কি.মি. (পৌর ও শিল্প এলাকা) ৬ কি.মি. (মফস্বল এলাকা)	যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক বাধা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।
২।	প্রতিষ্ঠান- এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা	৮,০০০ (আট হাজার)	১০,০০০ (দশ হাজার)	৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার)	আবেদনে যে এলাকার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব করা হইয়াছে সেই এলাকার বর্ণনা দিতে হইবে।
৩।	ন্যূনতম শিক্ষার্থীর সংখ্যা (ক) সাধারণ শিক্ষা ১। সহশিক্ষা ও শুধু বালক প্রতিষ্ঠানে	২০০ জন (শহর এলাকা) ১৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	১৩০ জন (শহর এলাকা) ১০০ জন (মফস্বল এলাকা)	২৫০ জন (শহর এলাকা) ২০০ জন (মফস্বল এলাকা)	প্রতি শ্রেণীতে সাধারণ এবং মাদ্রাসা উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকিতে হইবে। হাওড়, বাওড়, পার্বত্য এলাকা শিথিলযোগ্য।
	২। শুধু বালিকাদের প্রতিষ্ঠানে	১৮০ জন (শহর এলাকা) ১২০ জন (মফস্বল এলাকা)	১২০ জন (শহর এলাকা) ৮০ জন (মফস্বল এলাকা)	২০০ জন (শহর এলাকা) ১৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	
	৩। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত			১২০ জন (শহর এলাকা) ১০০ জন (মফস্বল এলাকা)	
	(খ) মাদ্রাসা শিক্ষা ১। সহশিক্ষা ও শুধু বালক		৩০০ জন (শহর এলাকা) ২৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	৪০০ জন (শহর এলাকা) ৩০০ জন (মফস্বল এলাকা)	দাখিল মাদ্রাসাকে আলীম উন্নীতকরণের জন্য ১১শ-১২শ শ্রেণীতে দাখিল উত্তীর্ণ ১০০ শিক্ষার্থী থাকিতে হইবে।
	২। শুধু বালিকাদের মাদ্রাসা		২৫০ জন (শহর এলাকা) ২৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	৩০০ জন (শহর এলাকা) ২৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	

৪।	নিজস্ব জমির পরিমাণ	০.২০ একর (মেট্রো এলাকা) ০.৩০ একর (পৌর এলাকা) ০.৫০ একর (মফস্বল এলাকা)	০.২৫ একর (মেট্রো এলাকা) ০.৫০ একর (পৌর এলাকা) ০.৭৫ একর (মফস্বল এলাকা)	০.৫০ একর (মেট্রো এলাকা) ০.৭৫ একর (পৌর এলাকা) ১.০০ একর (মফস্বল এলাকা)	প্রতিষ্ঠানের নামে হস্তান্তর এবং নাম জারী করিতে হইবে। ধর্মীয় ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জমি প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ করিয়া দিতে হইবে। পরবর্তী পর্যায়ে এই জমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলিবে না। মেট্রো এলাকায় শিথিলযোগ্য।
৫।	বিদ্যালয় ভবন/নিজস্ব ঘর	ছাত্র প্রতি ১ বঃমিঃ/ন্যূনতম ১০০০ বঃমিঃ পাকা/আধা পাকা/টিনসেট ভবন	ছাত্র প্রতি ১ বঃমিঃ/ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী পাকা/আধা পাকা/টিনসেট ভবন	ছাত্র প্রতি ১ বঃমিঃ/ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী পাকা/আধা পাকা/টিনসেট ভবন	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য কক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কমনরুম, গ্রন্থাগার, প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, অফিস কক্ষ, বিজ্ঞানাগার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতিষ্ঠানে থাকিতে হইবে।
৬।	শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা	অনুমোদিত স্টাফিং প্যাটার্ণ অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন	অনুমোদিত স্টাফিং প্যাটার্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন	অনুমোদিত স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন	
৭।	লাইব্রেরী	১০০০ বই	২০০০ বই	২০০০ বই	স্বতন্ত্র লাইব্রেরী থাকিতে হইবে এবং পাঠ্য সহায়ক বই থাকিতে হইবে।
৮।	তহবিল	টাঃ ৩০,০০০ সংরক্ষিত তহবিল টাঃ ৩০,০০০ সাধারণ তহবিল	টাঃ ৫০,০০০ সংরক্ষিত তহবিল টাঃ ৩০,০০০ সাধারণ তহবিল	টাঃ ১,০০,০০০ সংরক্ষিত তহবিল টাঃ ৫০,০০০ সাধারণ তহবিল	সংরক্ষিত তহবিলের অর্থে প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র ক্রয় করিতে হইবে/স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখা যাইবে।
৯।	ব্যক্তির নামে নামকরণ	১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা	১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা	২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা	
১০।	পাঠ্যক্রম	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত এবং সরকারী	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত এবং সরকারী নির্দেশনা	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত এবং সরকারী নির্দেশনা	

		নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিতে হইবে।	অনুযায়ী নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিতে হইবে।	অনুযায়ী নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিতে হইবে।	
১১।	সহপাঠ ক্রমিক কার্যক্রম	বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপন, স্কাউটিং/গার্ল গাইড পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।	বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপন, স্কাউটিং/গার্ল গাইড পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।	বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপন, স্কাউটিং/গার্ল গাইড পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।	
১২।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা	ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রবিধিমালা অনুযায়ী অবশ্যই ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিতে হইবে।	ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রবিধিমালা অনুযায়ী অবশ্যই ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিতে হইবে (বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন-১৯৭৭/মাদ্রাসাসমূহের গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন ১৯৭৯ অনুযায়ী)।	ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রবিধিমালা অনুযায়ী অবশ্যই ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিতে হইবে (বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন-১৯৭৭/মাদ্রাসাসমূহের গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন ১৯৭৯ অনুযায়ী)।	
১৩।	স্বীকৃতি/রেজিস্ট্রেশন ফি: (ক) প্রাথমিক অনুমতি (৩ বছরের জন্য) (খ) অস্থায়ী স্বীকৃতি (৫ বছরের জন্য) (গ) স্থায়ী স্বীকৃতি	১,০০০/- (এক হাজার টাকা) ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা) ৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা)	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা) ৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা) ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) ৭,০০০/- (সাত হাজার টাকা) ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা)	স্থায়ী স্বীকৃতির পরে প্রতি বৎসর ৪০০/- টাকা হারে সংরক্ষণ ফিস প্রদান করিতে হইবে।

স্বা:/-
(এস.এম. এবাদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব